MAR. 0 4 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩-৪ কলাম ২

উত্তরাঞ্চলে পাঠ্যবই সঙ্কট আজও কাটেনি
ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ উত্তরাঞ্চলে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট এখনও কাটেনি। সময়মত ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই না পৌছানো এবং পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির প্রতিবাদে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী বিএনপি, ছাত্রদল, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহলের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি নেতা এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শান্তি মোড় থেকে শুরু হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে মহানন্দা মার্কেট মোড়ে এক পথ সভায় মিলিত হয়। পথসভায় আলহাজ রফিকুল ইসলাম বলেন, এই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে পাঠ্যবই সঙ্কট এই সরকারের আরও একটি ব্যর্থতার পরিচয়। বর্তমান সরকার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একক প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপাতে দেয়ার হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে আজ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছেনি। যে দু'একখানা বই বাজারে এসেছে, তার অধিকাংশই ভুলে ভরা। তিনি বলেন ২ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও সব বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌছেনি। অথচ সামনে আর এক মাসের মধ্যে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা। কখন ছাতছাত্রীরা বই হাতে পাবে, কখন পড়বে আর কখন পরীক্ষা দেবে। এই ষড়যন্ত্রকারী সরকার দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার সাথে সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পথসভায় বক্তারা পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। পথসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা শাহজাহান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাদরুল ইসলাম। ছাত্র নেতা কামাল উদ্দীন প্রমুখ।

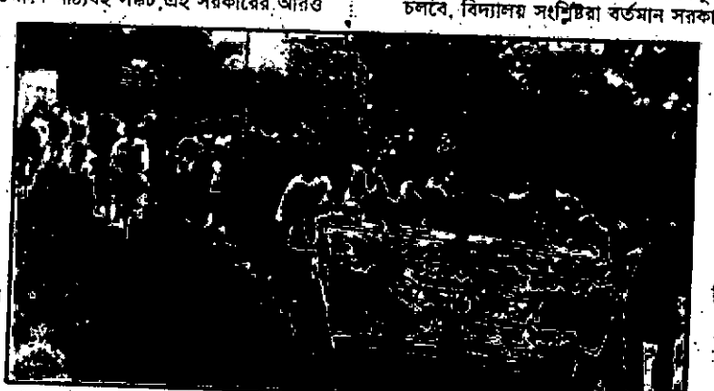

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঃ পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির প্রতিবাদে বিএনপিসহ বিভিন্ন সংগঠন, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে —ইনকিলাব

গোদাগাড়ীতে অভিভাবক মহলের অসন্তোষ

গোদাগাড়ী থেকে সংবাদদাতা ঃ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলাসহ পৌরসভায় সময়মত সরবরাহ না থাকায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখা পড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক মণ্ডলী হন্যে হয়ে বই খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছেন। সময় মত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই না পৌছায় অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তারা বইয়ের জন্য রাস্তায় নামতেও দ্বিধা করছেন না, তবুও লাভ হচ্ছে না। ফলে বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের খালি হাতে বিদ্যালয়ে যেতে দেখা গেছে। ২/১টি ক্লাস করিয়ে কিংবা সহপাঠ্য ক্রমিক কার্যক্রম, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কয়েকটি খেলা করিয়ে বিদ্যালয় ছুটি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু এসব আর কতদিন চলবে, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা বর্তমান সরকারে ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রীর আশু পদত্যাগসহ এসব অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন। কোন্ চক্রান্তে বই নিয়ে এসব কি হচ্ছে, এ জিজ্ঞাসা সর্বস্তরের মানুষের কিন্তু জবাব দেয়ার কেউ নেই। সময় মত পাঠ্যপুস্তক বিতরণে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি বরং সৃষ্টি করেছে সারাদেশে তুমুল আলোচনার ঝড় প্রতিবাদ এবং ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি, ভোগান্তি ও সীমাহীন হতাশা। এদিকে উপজেলা ও পৌরসভার ৮০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন ব্যাকরণ, ইংরেজী গ্রামার, সাধারণ গণিত পড়াচ্ছিলেন পুরাতন বই দিয়ে। কিন্তু মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের পুরনো বই দিয়ে পড়ানো কিংবা তাদের পুরানো বই কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য এক নির্দেশপত্র দিয়েছেন যার স্মারক নং ৪৩৮৫, তাং ১০-১২-২০০১। ফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করতে বাধ্য হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে বললে ভুল হবে না। সবচেয়ে বেশী বেকায়দায় পড়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক মণ্ডলী।